ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

সার-সংক্ষেপ

২ ডিসেম্বর ২০২৫

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান, *নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)*
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, *উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা*
মুহাম্মদ বদিউজ্জামান, *পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

গবেষণা তত্ত্বাবধান
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

গবেষণা পরিচালনা
রাজিয়া সুলতানা, *রিসার্চ ফেলো, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

গবেষণা সহকারী
পূরয়িতা চাকমা, চয়েস চাকমা, মীর হুযাইফা আল মামদূহ্, নওশীন শায়েরা

মাঠ তথ্য সংগ্রহকারী
দ্যুতি বিশ্বাস; সানজিদা আফরোজ রুপা; মোহাম্মদ সাঈদুর জামান; আসিফ আহম্মেদ; স্বর্নালী আক্তার সুইটি; ইমরান হোসেইন; ইব্রাহীম মিয়া; প্রবীর সিংহ; মুশফিকুর রহমান; নিয়াজ মোর্শেদ; মোসা. হাদিয়া সুলতানা; মো. আরিফ হোসাইন; মো. মোস্তফা; মনোরঞ্জন ত্রিপুরা; প্রিয় মোহন ত্রিপুরা; রামু ত্রিপুরা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
মাঠ পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং তাদের নেতৃস্থানীয় তথ্যদাতা যারা মূল্যবান তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন তাদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণার আওতাভুক্ত এলাকার বিভিন্ন অংশীজন, বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, এনজিও প্রতিনিধি এবং এ খাতের বিশেষজ্ঞ যারা তাঁদের মূল্যবান মতামত, অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। বিভিন্ন সময়ে তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতার জন্য গবেষণা সহকারী নওশীন আনজুম, খাইরুল হাসান, করবী ঘোষ এবং তথ্য ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতার জন্য গবেষণা সহকারী মাজহারুল ইসলাম হৃদয়, ইসরাত রুবাবা তাহসীন, এবং ইসমাত জাহান সুইটির প্রতি কৃতজ্ঞ। গবেষণা বিশ্লেষণে সহযোগিতার জন্য রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট মো. সহিদুল ইসলামের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা। ধারণাপত্র প্রণয়নে সহযোগিতার জন্য টিআইবির সিনিয়র রিসার্চ ফেলো মো. জুলকারনাইন ও সাবেক রিসার্চ এসোসিয়েট-কোয়ালিটেটিভ রাবেয়া আক্তার, এবং প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও পরিমার্জনে সহায়তার জন্য সিনিয়র রিসার্চ ফেলো মো. মাহ্ফুজুল হকের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণার তত্ত্বাবধান, প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও সম্পাদনার জন্য সিনিয়র রিসার্চ ফেলো শাহজাদা এম আকরাম, এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামানের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। সার্বিক দিকনির্দেশনা ও মতামত দিয়ে গবেষণা প্রতিবেদন সমৃদ্ধ করার জন্য টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, এবং টিআইবি'র নির্বাহী ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণা এলাকার আওতাভুক্ত সংশ্লিষ্ট সচেতন নাগরিক কমিটি, এরিয়া কো-অর্ডিনেটর এবং সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগের সহকর্মীদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ দিয়ে উৎকর্ষ সাধনে অবদান রাখার জন্য গবেষণা ও পলিসি বিভাগের অন্যান্য সহকর্মীদের প্রতি জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম তলা)
বাড়ি ৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩
ফ্যাক্স: ৪৮১১৩১০১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

সার-সংক্ষেপ

১ ভূমিকা
১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা
'সামাজিক নিরাপত্তা' কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য নগদ সহায়তা, সেবা, পণ্য ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, বৈষম্য দূরীকরণ এবং জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্ভূত ঝুঁকি মোকাবিলায় মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রের ওপর সকল নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে (অনুচ্ছেদ ১৫)। এছাড়া বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশ নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব [অনুচ্ছেদ ২৩ (ক)], এবং পরিস্থিতিজনিত অভাবগ্রস্ততার কারণে সামাজিক নিরাপত্তার পাওয়ার অধিকার বিষয়ে উল্লেখ [অনুচ্ছেদ ১৫ (ঘ)] করা হয়েছে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে দারিদ্র্য ও খাদ্য সংকট মোকাবিলায় ত্রাণভিত্তিক উদ্যোগের মাধ্যমে দেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সূচনা ঘটে। পরবর্তীতে ধারাবাহিক সম্প্রসারণ ও কাঠামোগত উন্নয়নের অংশ হিসেবে ২০১৫ সালে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র (এনএসএসএস) প্রণয়ন করা হয়, যার লক্ষ্য ছিল ২০২৫ সালের মধ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদি, জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। ২০১৫ সালে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সংখ্যা ছিল ১৪৫টি; পরবর্তীতে কিছু কর্মসূচি একীভূত ও বাতিল হওয়ায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৯৫টিতে।

খানা আয় ও ব্যয় জরিপ (এইচআইইএস) ২০১০ অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির হার ছিল ৭ দশমিক ৩১ শতাংশ। ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে আদিবাসীরা দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে সবচেয়ে বেশি থাকে। আদিবাসীদের দারিদ্র্যের হার জাতীয় দারিদ্র্যের হারের (২৪ দশমিক ৩ শতাংশ) তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি – পার্বত্য চট্টগ্রামে ৬৫ শতাংশ এবং আদিবাসী অধ্যুষিত সমতল এলাকায় ৮০ শতাংশ। সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে আদিবাসী জনগণের অন্তর্ভুক্তি সীমিত, এবং জাতিগত দারিদ্র্য ও ঝুঁকি সত্ত্বেও বিদ্যমান কর্মসূচিতে তাদের প্রবেশাধিকার তুলনামূলকভাবে কম।

টিআইবি'র পূর্ববর্তী একাধিক গবেষণায় সরকারি সেবা প্রাপ্তি ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিত করা হলেও পার্বত্য ও সমতল – উভয় অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সুশাসনসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিস্তৃত গবেষণার ঘাটতি বিদ্যমান। এই প্রেক্ষাপটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং এ বিষয়ে তথ্যপ্রমাণভিত্তিক অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে এই গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য
গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে -

১. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিদ্যমান আইনি ও নীতি কাঠামো পর্যালোচনা করা;
২. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা;
৩. সুশাসনের নির্দেশকের আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়ায় অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন ও কারণ চিহ্নিত করা; এবং
৪. গবেষণার ফলাফলের আলোকে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা।

১.৩ গবেষণার পরিধি
- **গবেষণায় ব্যবহৃত 'আদিবাসী'র সংজ্ঞা:** গবেষণায় আদিবাসীর যে সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে "ঐতিহাসিকভাবে নিজেদের ভূমিতে বসবাসরত, স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, ভাষা, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বজায় রাখা জনগণ, যারা সমাজের প্রধান ধারা থেকে পৃথক এবং পূর্বপুরুষদের ভূমি, সংস্কৃতি ও পরিচয় সংরক্ষণ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে হস্তান্তর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ"।
- **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি:** এ গবেষণায় জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৪ অর্থবছরের জীবনচক্রভিত্তিক, বিশেষ জনগোষ্ঠীকেন্দ্রিক এবং চলমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (সামাজিক সহায়তা খাতের ১১টি, সাধারণ ভর্তুকি (খাদ্য) খাতের দুইটি, শ্রমবাজার ও কর্মসংস্থান খাতের চারটি, কমিউনিটি উন্নয়ন খাতের একটি, এবং সামাজিক সেবা কার্যক্রম খাতের একটি কর্মসূচি)।

সারণি ১: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

কর্মসূচির ধরন	কর্মসূচির নাম
সামাজিক সহায়তা	বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম; বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা ভাতা; প্রতিবন্ধী ভাতা/ উপবৃত্তি; মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি
	দুঃস্থদের খাদ্য সহায়তা (ভিজিএফ); জেলেদের জন্য ভিজিএফ কার্যক্রম; গ্র্যাটুইটাস রিলিফ (জিআর)
	গৃহবাবদ নগদ মঞ্জুরী (টাকা); গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা); গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর-কাবিটা); অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)
সাধারণ ভর্তুকি (খাদ্য)	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি; টিসিবি ফ্যামিলি কার্ড কার্যক্রম
শ্রমবাজার ও কর্মসংস্থান	তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে মূলধন সরবরাহ ও তাঁতের আধুনিকায়ন; চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন; ভালনারেবল উইমেন বেনিফিটস (ভিডব্লিউবি); সমতল ভূমিতে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবন মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ প্রকল্প
কমিউনিটি উন্নয়ন	বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য এলাকা ব্যতীত)
সামাজিক সেবা কার্যক্রম	আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প (শুধুমাত্র আদিবাসীদের আবাসন প্রদান সংক্রান্ত)

* অর্থ বিভাগ, *সামাজিক সুরক্ষা বাজেট প্রতিবেদন: ২০২৪-২৫ অর্থবছর*, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

- **গবেষণায় ব্যবহৃত অন্তর্ভুক্তির সংজ্ঞা:** গবেষণায় অন্তর্ভুক্তি বলতে যেসব বিষয় বিবেচিত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিমালায় আদিবাসীদের অন্তর্ভুক্তি; জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের নীতি প্রণয়ন কমিটি ও পরিকল্পনা সভায় আদিবাসী প্রতিনিধিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ; জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকেন্দ্রিক কর্মসূচি/প্রকল্প গ্রহণ, চাহিদা ও জনসংখ্যাভিত্তিক ন্যায্য বাজেট বরাদ্দের সিদ্ধান্তে তাদের অংশগ্রহণ; প্রচারণা ও আবেদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ; উপজেলা/ইউনিয়ন কমিটিতে সুবিধাভোগী নির্বাচন ও সুবিধা প্রদান প্রক্রিয়ার সিদ্ধান্তে প্রতিনিধিত্ব; এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় আদিবাসীদের প্রবেশগম্যতা।
- **গবেষণার অভীষ্ট জনগোষ্ঠী:** (১) সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা পাওয়ার উপযুক্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠী, এবং (২) সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হলেও নির্বাচিত হননি এমন আবেদনকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠী এই গবেষণার আওতাভুক্ত।

চিত্র ১: সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও তাদের ভূমিকা (স্টেকহোল্ডার ম্যাপিং)

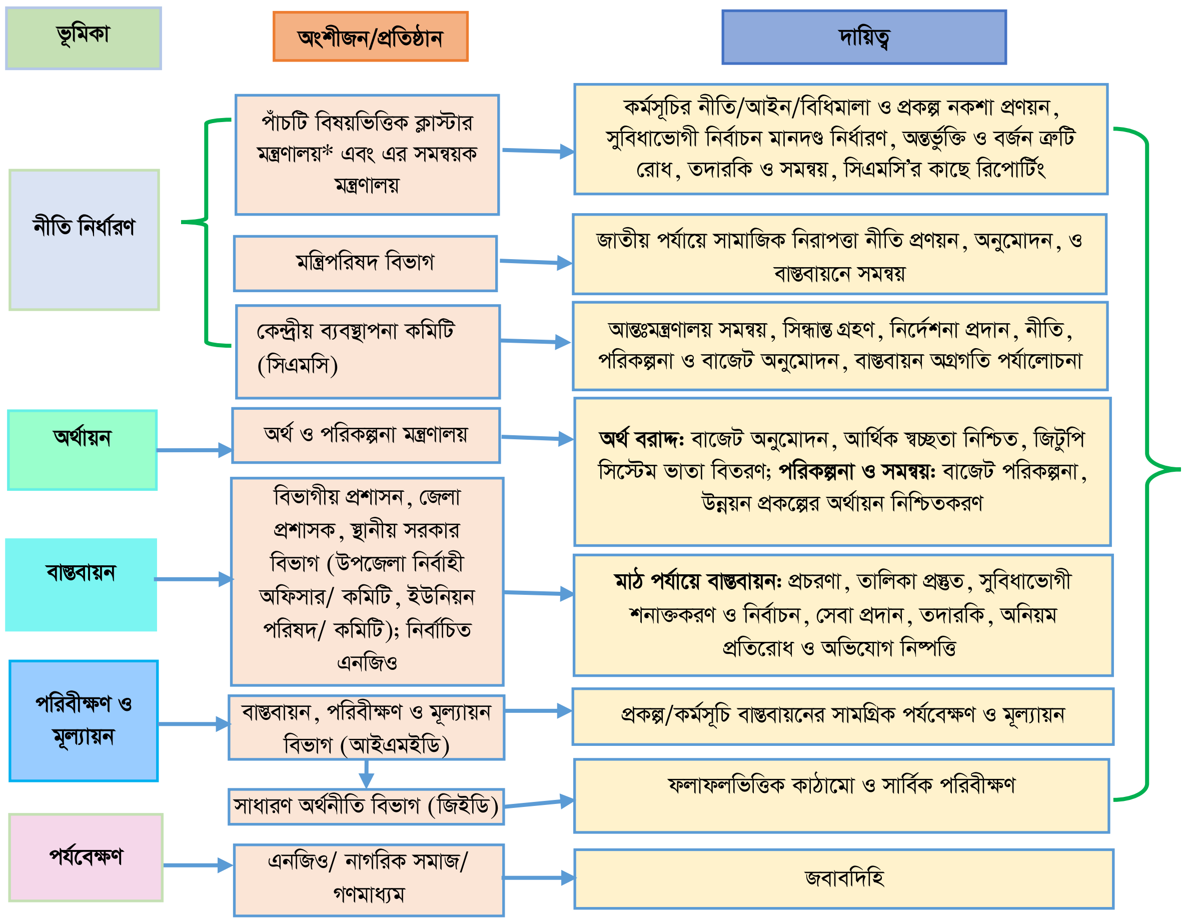

* সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় (সামাজিক সহায়তা); খাদ্য মন্ত্রণালয় (খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ সহায়তা); ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সামাজিক বিমা); দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (শ্রম ও জীবিকায়ন); প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (মানব উন্নয়ন ও সামাজিক ক্ষমতায়ন)।

- **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অংশীজন:** সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিভিন্ন পর্যায়ের অংশীজন নির্দিষ্ট ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করে। জাতীয় পর্যায়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ক্লাস্টার মন্ত্রণালয় ও সিএমসি সামাজিক নিরাপত্তা নীতি প্রণয়ন, অনুমোদন ও সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকে। অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বাজেট পরিকল্পনা ও প্রকল্প অর্থায়ন নিশ্চিত করে। স্থানীয় পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা এবং ইউনিয়ন কমিটি কর্মসূচির প্রচারণা, সুবিধাভোগী শনাক্তকরণ, তালিকা প্রস্তুত, সেবা প্রদান, তদারকি, অনিয়ম প্রতিরোধ ও অভিযোগ নিষ্পত্তিতে ভূমিকা পালন করে। সার্বিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব পালন করে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এবং সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)।

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি গুণগত পদ্ধতির গবেষণা, তবে কিছুক্ষেত্রে সংখ্যাগত তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

- **গবেষণার আওতাভুক্ত এলাকা ও জনগোষ্ঠী:** আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংখ্যা ও ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় দেশের আটটি বিভাগ থেকে ১১টি জেলা নির্বাচন করা হয়েছে, যার মধ্যে আটটি সমতল এবং তিনটি পার্বত্য এলাকায় অবস্থিত। প্রতিটি জেলা থেকে আদিবাসী জনসংখ্যার পরিমাণ ও ঘনত্বের ভিত্তিতে একটি করে উপজেলা (মোট ১১টি) এবং প্রতিটি উপজেলা থেকে ভৌগোলিক বৈচিত্র্য ও প্রবেশগম্যতার স্তর বিবেচনায় দুইটি করে ইউনিয়ন (মোট ২২টি) বাছাই করা হয়েছে। গবেষণায় সমতলের ২২টি ও পার্বত্য এলাকার সাতটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।[১]
- **প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া ও উৎস:** গবেষণায় মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
    - **মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার:** গবেষণায় স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে মোট ১০৬টি মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত উপজেলা কার্যালয় ও ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, কর্মচারী, আদিবাসী সংগঠনের প্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, সাংবাদিক ও এনজিও কর্মকর্তা, এবং জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ ও উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।
    - **দলীয় আলোচনা:** ২২টি ইউনিয়নের আদিবাসী আবেদনকারী ও সুবিধাভোগী, এবং তাদের প্রতিনিধি ও নেতাদের সঙ্গে বিষয়ভিত্তিক ৪৩টি দলীয় আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধাভোগী এবং আবেদনকারীদের বৈচিত্র্য নিশ্চিত করা হয়েছে।
- **পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া ও উৎস:** প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য, নথি ও পূর্ববর্তী গবেষণা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- **গবেষণার সময়:** জুন ২০২৪ থেকে নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত সময়ে পরিকল্পনা, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

১.৫ বিশ্লেষণ কাঠামো

গবেষণায় ব্যবহৃত সুশাসনের নির্দেশকগুলো হলো আইনি কাঠামো, সক্ষমতা ও কার্যকরতা, অংশগ্রহণ, প্রবেশগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি, স্বচ্ছতা, অনিয়ম-দুর্নীতি, এবং জবাবদিহি (সারণি ২)।

সারণি ২: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সুশাসনর নির্দেশক ও বিষয়সমূহ

সুশাসনের নির্দেশক	অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ
আইনি কাঠামো	সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিবিধান ও বাস্তবায়ন নীতি প্রতিপালন, প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ এবং প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ
সক্ষমতা ও কার্যকরতা	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং স্থানীয় বাস্তবায়নকারী সংস্থা/সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটিগুলোর সক্ষমতা ও কার্যকরতা (বাজেট, জনবল, ডিজিটালাইজেশন, তথ্য ব্যবস্থাপনা, দ্বৈততা ও যোগ্য সুবিধাভোগী যাচাই)
অংশগ্রহণ	পরিকল্পনা, নীতি এবং কর্মসূচি প্রণয়নে আদিবাসীদের অংশগ্রহণ; সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সুবিধাভোগী ও সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের অংশগ্রহণ; উপযোগিতা মূল্যায়ন ও কার্য-ব্যবস্থাপনা/ পরিচালনা কমিটিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ
প্রবেশগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি	প্রচারণা; নিবন্ধন; আবেদনের শর্তাবলী; সুবিধাভোগী নির্বাচন; বিতরণ ব্যবস্থা
স্বচ্ছতা	সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটিগুলোর সুবিধাভোগী নির্বাচন; স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ; তথ্যে অভিগম্যতা
অনিয়ম-দুর্নীতি	সুবিধাভোগী নির্বাচন; ভাতা/সেবা প্রদান
জবাবদিহি	অভিযোগ দাখিল ও প্রতিকার ব্যবস্থা/কাঠামো; সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের জবাবদিহি ব্যবস্থা; তদন্ত ও শাস্তি; পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা

[১] সমতলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে গারো, কোচ, মুন্ডা, মাহাতো/কুরমি মাহাতো/বেদিয়া মাহাতো, সাঁওতাল, পাত্র, ভূমিজ, খাসিয়া, ওঁরাও, রাখাইন, পাহাড়ী/মালপাহাড়ী, রাজোয়ার, গোরাইত, মাহালি, মনিপুরী, গঞ্জু, বাগদি, কোরা, শবর, বর্মন, হুদি, ডালু, এবং পার্বত্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, পাংখোয়া, ম্রো, বম অন্তর্ভুক্ত।

২ গবেষণার ফলাফল

২.১ আইনি ও নীতি কাঠামো পর্যালোচনা

আইনি কাঠামো: বাংলাদেশের সংবিধানে আদিবাসীদের 'উপজাতি', 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' ও 'নৃগোষ্ঠী' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে [অনুচ্ছেদ ৬(২)]। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কনভেনশন ১৬৯ 'আদিবাসী'দের পরিচয় ও তাদের প্রথাগত ভূমি-অধিকারের স্বীকৃতি দিলেও বাংলাদেশ এখনো এ কনভেনশনটি অনুস্বাক্ষর করেনি। এর ফলে 'আদিবাসী' হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি না থাকায় বাংলাদেশে আদিবাসীরা উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত ভূমির অধিকার হারাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি (১৯৯৭) পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের ভূমি-অধিকারকে আংশিক স্বীকৃতি দিলেও সমতল অঞ্চলে বসবাসরত আদিবাসীদের জন্য কোনো পৃথক ভূমি-আইন নেই। একই সঙ্গে জাতীয় আইনেও আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি-স্বত্বের স্পষ্ট স্বীকৃতি অনুপস্থিত।

'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০'-এর অধীনে ৫০টি 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী'র একটি তালিকা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়, যেখানে বেশ কয়েকটি 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তালিকাভুক্ত না হওয়ার ফলে এসব সম্প্রদায় সরকারি বিভিন্ন সেবা, নির্ধারিত কোটার সুবিধা এবং তাদের জন্য প্রণীত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধা থেকে ধারাবাহিকভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আইনে বর্ণিত মানদণ্ড অনুযায়ী প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের শনাক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রক্রিয়ায় উপজেলা কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তারা আইন অনুযায়ী নির্ধারিত ধারা ও মানদণ্ড যথাযথভাবে অনুসরণ করেন না।

পরিকল্পনা ও কৌশল: বাংলাদেশ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০২০-২০২৫) শুধু পার্বত্য অঞ্চলের 'নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর' দারিদ্র্য, শিক্ষার নিম্ন হার, খাদ্যসংকট ও ভূমি সমস্যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সমতলের আদিবাসীদের সমস্যাগুলো উপেক্ষিত থাকায় তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণে ঘাটতি রয়ে গিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য কৌশলগত অভীষ্ট ও নীতিনির্দেশনা হিসেবে স্বতন্ত্র 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা' প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও তা এখনো প্রণীত হয়নি। এছাড়া সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক 'ভূমি কমিশন' গঠনের সিদ্ধান্ত থাকলেও তা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। সমতলের আদিবাসীদের ভূমি বিরোধে আইনি সুরক্ষার ঘাটতি এবং ভূমি সংক্রান্ত অন্যান্য আইন, যেমন স্টেট একুইজিশন অ্যান্ড টেন্যান্সি অ্যাক্ট, ১৯৫০ এবং রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯০৮-এ আদিবাসীদের ভূমির সমস্যা ও চাহিদা যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে (২০১৫) পার্বত্য অঞ্চলের নৃগোষ্ঠীর দারিদ্র্য ও খাদ্য সংকট চিহ্নিত করা হলেও সমতলের আদিবাসীদের সমস্যা উপেক্ষিত হয়েছে। এখানে প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর বিশেষ প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মসূচি প্রণয়নের প্রস্তাব থাকলেও তাদের বিশেষ প্রয়োজনকে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি, ফলে আদিবাসীদের জন্য উপযোগী কর্মসূচি গ্রহণে ঘাটতি রয়ে গিয়েছে। এছাড়া সম্ভাব্য সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরণে এনজিওদের সম্পৃক্ততার সুপারিশ থাকলেও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অধিকাংশ নীতিমালা ও নির্দেশিকায় তা অনুপস্থিত। বৈষম্যহীনতার লক্ষ্যে সবার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সহজলভ্য করার সুপারিশ থাকলেও কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতার কারণে এসব কর্মসূচির বিভিন্ন মানদণ্ড ও আবশ্যকীয় সনদ (জন্মসনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র, মৃত্যুসনদ ইত্যাদি) পেতে যে জটিলতা ভোগ করতে হয় তা আদিবাসীদের জন্য একটি বড় বাধা। এছাড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে কার্যকর অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হলেও ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা বিবেচনায় না নেওয়ায় বিদ্যমান লিখিত ও অনলাইন ব্যবস্থা আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য এখনো কার্যকর ও সহজগম্য নয়।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মপরিকল্পনার (২০১৬-২০২৬) দুটি পর্যায়েই দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার প্রদান এবং তাদের জন্য গৃহীত কর্মসূচির বরাদ্দ ও পরিধি বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। তবে উভয় কর্মপরিকল্পনাতেই আদিবাসী জনগোষ্ঠী, বিশেষত সমতলের আদিবাসীরা দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী হিসেবে পর্যাপ্ত গুরুত্ব পায়নি। ফলে সমতলের আদিবাসীদের উদ্দেশ্যে গৃহীত কর্মসূচিগুলোর বরাদ্দ ও পরিধি ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিভিন্ন নীতিমালা: সামাজিক নিরাপত্তার বিভিন্ন কর্মসূচির নীতিমালায় প্রচারণার বিষয়বস্তু ও বাজেট সংক্রান্ত নির্দেশনা না থাকায় স্থানীয় পর্যায়ে প্রচারণা ও মাইকিংয়ের জন্য কোনো বরাদ্দ রাখা হয় না। তদুপরি, নীতিমালাগুলোতে কর্মসূচির সুবিধার ধরন, যোগ্যতা ও প্রদান প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রচারণা চালানোর নির্দেশনা অনুপস্থিত থাকায় স্থানীয় কমিটিগুলো এই বিষয়ে কার্যকর প্রচারণা করে না। অন্যদিকে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি, জেলে ভিজিএফ, টিসিবি ফ্যামিলি কার্ড, কাবিখা, কাবিটা, ইজিপিপি, তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, সমন্বিত প্রাণিসম্পদ প্রকল্প, বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের নীতিমালায় প্রচারণা সংক্রান্ত কোনো নির্দেশনা নেই।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের নীতিমালায় প্রতিবছর ইউনিয়ন পরিষদ, নির্বাচন অফিস ও পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সুবিধাপ্রাপ্তির যোগ্য জনগোষ্ঠীর তালিকা হালনাগাদ করার কথা বলা হলেও বাস্তবে অধিকাংশ ইউনিয়নে সুবিধাপ্রাপ্তির যোগ্য

জনগোষ্ঠীর তালিকা প্রতিবছর হালনাগাদ করা হয় না। ফলে উপজেলা ও ইউনিয়নভিত্তিক সঠিক বরাদ্দ নির্ধারণ বিশেষ করে সুবিধাপ্রাপ্তির যোগ্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ পরিকল্পনায় চ্যালেঞ্জ রয়ে যায়।

বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা, প্রতিবন্ধী ভাতা ও উপবৃত্তি কর্মসূচিসমূহের নীতিমালায় দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ এলাকার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ কোটা সংরক্ষণের বিধান রয়েছে। তবে দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ এলাকায় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি কারা হবে এবং কী হারে বরাদ্দ দেওয়া হবে সেই নির্দেশনা না থাকায় আদিবাসীদের এই কোটায় অন্তর্ভুক্তির অনিশ্চয়তা থেকে যায়।

বেশিরভাগ কর্মসূচির নীতিমালায় স্থানীয় কমিটিগুলোকে বছরে ন্যূনতম এক থেকে ছয়টি সভা পরিচালনা করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু খাদ্যবান্ধব, জেলে ভিজিএফ, টিসিবি ফ্যামিলি কার্ড, মা ও শিশু সহায়তা, বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা, এবং সমন্বিত প্রাণিসম্পদ প্রকল্প কর্মসূচিসমূহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কমিটিগুলোর সুবিধাভোগী নির্বাচনে নির্দিষ্ট সংখ্যক সভা পরিচালনার নির্দেশনা নেই। এর ফলে অংশীজনদের বিশেষ করে আদিবাসী প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ, সমন্বয় এবং কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঘাটতি রয়ে যায়।

পার্বত্য এলাকা ব্যতীত বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচির নীতিমালা অনুযায়ী, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে স্থানীয় প্রান্তিক ও দরিদ্র আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং মৌলিক চাহিদা বিবেচনা করে আদিবাসী প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শের ভিত্তিতে প্রকল্প নির্বাচন করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তবে বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা স্থানীয় প্রান্তিক ও দরিদ্র আদিবাসীদের চাহিদা যাচাই ছাড়াই প্রকল্প নির্বাচন করেন। কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় চাহিদা যাচাই করা হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ কিছু আদিবাসী গোষ্ঠীর প্রভাবের কারণে অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রয়োজন ও অগ্রাধিকার যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় না।

সমতল ভূমিতে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য সমন্বিত প্রাণিসম্পদ প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী সুবিধাভোগী যাচাই-বাছাই, প্রচারণা ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন তদারকিতে আদিবাসীদের মধ্য থেকে খণ্ডকালীন 'মাঠ সহায়তাকারী' নিয়োগের নির্দেশনা রয়েছে। তবে নীতিমালায় এই মাঠ সহায়তাকারী নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট নির্দেশনা না থাকায় নিয়োগে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। ফলে অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ বা নির্বাচিত হওয়া চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী আবাসন বরাদ্দে ভূমি নির্বাচনের সময় মালামাল পরিবহণে জটিলতা, নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধি, দুর্গম অঞ্চলে গৃহ নির্মাণের জায়গা নির্বাচন না করা, এবং সুবিধাভোগীদের পরিবারের মধ্য থেকে গৃহ নির্মাণে শ্রমিক নিয়োগের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তবে এই নির্দেশনার ফলে দুর্গম, পাহাড়ি এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসীরা কার্যত উপেক্ষিত থাকছেন। সুবিধাভোগী পরিবারের মধ্য থেকে শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া হয় না। এছাড়া আদিবাসীদের প্রথা, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার ধরন বিবেচনা না করে ঘরের নকশা প্রণয়ন করায় পার্বত্য ও সমতল উভয় অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায় এই আবাসন সুবিধা গ্রহণে বাস্তব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছেন।

ভিডব্লিউবি কর্মসূচি ব্যতীত অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি কমিটি গঠন, প্রতিবেদন দাখিলের সময়সীমা, তদন্ত ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা নেই। ফলে অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার তদারকি, জবাবদিহি ও কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ রয়ে গিয়েছে।

২.২ সক্ষমতা ও কার্যকরতা

২.২.১ আর্থিক বরাদ্দ

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বরাদ্দ: ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০১৫ সালের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা খাতের ব্যয় জিডিপির ২ শতাংশ থেকে ৩ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। তবে এই লক্ষ্য পূরণ হয় শুধু ২০২০-২১ অর্থবছরে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শুরুতে (৩ দশমিক ১০ শতাংশ)। এর পরবর্তী পাঁচ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দের আর্থিক পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও মোট বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতের অংশ এবং জিডিপির তুলনায় ব্যয়ের হার ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়েছে (সারণি ৩)।

সারণি ৩: জাতীয় বাজেট ও জিডিপিতে সামাজিক নিরাপত্তার অংশ (২০২০-২১ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছর)

	অর্থবছর					
	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
জাতীয় বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তার অংশ	১৬.৮৩%	১৮.৮%	১৭.৮%	১৫.৯%	১২.৮%	১৪.৭৮% (প্রস্তাবিত)
জিডিপিতে সামাজিক নিরাপত্তার অংশ	৩.১০%	২.৮%	২.৭%	২.৫%	২.৪%	১.৮৭%

* উৎস: জাতীয় বাজেট (২০২০-২১ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছর)।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে আদিবাসীদের জন্য বরাদ্দ: ২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছর পর্যন্ত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বার্ষিক গড় বরাদ্দ ১ লাখ ১৩ হাজার ২৬৪ কোটি টাকা। এই পাঁচ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বার্ষিক গড় বাজেটের তুলনায় সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের জন্য গৃহীত নির্দিষ্ট কর্মসূচি এবং পার্বত্য অঞ্চলের জন্য বরাদ্দ মিলিয়ে বার্ষিক গড় বরাদ্দের হার শূন্য দশমিক ৫১ শতাংশ (৫৭৮.৮৫ কোটি টাকা)। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে 'সামাজিক সহায়তা' খাতের আওতাধীন ৩৬টি কর্মসূচির জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মোট বাজেটের ৪১ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে। তবে এসব কর্মসূচিতে আদিবাসীদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট কোটা বা অগ্রাধিকার সংরক্ষিত না থাকায় 'সামাজিক সহায়তা' খাতে আদিবাসীদের প্রকৃত অন্তর্ভুক্তির হার নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি।

পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা খাতে কোনো নির্দিষ্ট কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়নি। ২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছর পর্যন্ত সামাজিক নিরাপত্তা খাতে পার্বত্য অঞ্চলভিত্তিক বার্ষিক গড় বরাদ্দ ৪২৩.৬৫ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের শূন্য দশমিক ৩৭ শতাংশ। তবে এই বরাদ্দের মধ্যে পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট বরাদ্দ নির্ধারণ করা নেই। ফলে সামাজিক নিরাপত্তা বাজেটে এ অঞ্চলের আদিবাসীদের জন্যও প্রকৃত বরাদ্দের হার নিরূপণ করা সম্ভব নয়।

সারণি ৪: পার্বত্য অঞ্চল এবং সমতলে আদিবাসী কর্মসূচিভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট (২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬)

অর্থবছর	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মোট বাজেট (কোটি টাকা)	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পার্বত্য অঞ্চলভিত্তিক বাজেট (কোটি টাকা) ও হার (%)	সমতলের আদিবাসীদের জন্য সামাজিক কর্মসূচির মোট বাজেট (কোটি টাকা) ও হার (%)
২০২১-২২	১,০৭,৬১৪	৩৩৭.৩১ (০.৩১%)	১৩২ (০.১২%)
২০২২-২৩	১,১৩,৫৭৬	৩৬৫.২৮ (০.৩২%)	১৬০ (০.১৪%)
২০২৩-২৪	১,২৬,২৭২	৪০৯.৩৮ (০.৩২%)	১৪৫ (০.১১%)
২০২৪-২৫	১,০২,১২৭	৪৭৫.৬১ (০.৩৫%)	১৮৯ (০.১৯%)
২০২৫-২৬	১,১৬,৭৩১	৫৩০.৬৭ (০.৪৫%)	১৫০ (০.১৩%)

* গবেষকের দ্বারা পাঁচ অর্থবছরের (২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছর) সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট বিশ্লেষণ।

অন্যদিকে ২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছর পর্যন্ত শুধু সমতলের আদিবাসীদের জন্য গৃহীত কর্মসূচিগুলোর বার্ষিক গড় বাজেট ১৫৫.২ কোটি টাকা, যা মোট সামাজিক নিরাপত্তা বাজেটের শূন্য দশমিক ১৪ শতাংশ। এই সময়ে সমতলের আদিবাসীদের জন্য কর্মসূচির সংখ্যা বা বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়নি, বরং ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সমতলের আদিবাসীদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ রয়েছে এমন বেশ কিছু কর্মসূচি, যেমন জেলে, তাঁতি এবং চা-শ্রমিকদের জন্য বরাদ্দকৃত কর্মসূচি, বাতিল করা হয়েছে। যদিও চা-শ্রমিকদের জন্য মাসিক ভাতা, শিক্ষার্থী উপবৃত্তি এবং অদক্ষ শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালুর ঘোষণা দেওয়া হলেও ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এ ধরনের কোনো কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অন্যদিকে সমতলের আদিবাসীদের জন্য 'সমন্বিত প্রাণিসম্পদ' প্রকল্পে সুবিধাভোগীর সংখ্যা অপরিবর্তিত রেখে বরাদ্দ অর্ধেকে নামানো হয়েছে, এবং 'বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা' প্রকল্পে বাজেট অপরিবর্তিত রেখে সুবিধাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে উভয় ক্ষেত্রেই সুবিধাভোগীদের মাথাপিছু বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

২.২.২ জনবল বরাদ্দ

সমাজসেবা অধিদপ্তরের সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালায় আবেদনকারীদের মধ্যে যোগ্য সুবিধাভোগী নির্বাচন এবং তালিকা যাচাইয়ে প্রতি ইউনিয়নে অন্তত একজন ইউনিয়ন সমাজকর্মী থাকার নির্দেশনা থাকলেও বাস্তবে সমতল অঞ্চলে একটি উপজেলার জন্য ১-৩ জন ইউনিয়ন সমাজকর্মী দিয়ে আবেদনকারীদের তালিকা যাচাই করা হয়। পার্বত্য অঞ্চলে ইউনিয়নের সংখ্যা কম হলেও দুর্গমতা ও ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা বিবেচনা না করে স্বল্পসংখ্যক জনবল দিয়ে তালিকা যাচাই করা হয়। উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় থেকে নিয়মিত 'লাইভ ভেরিফিকেশন' না করার কারণে বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধী ভাতার ক্ষেত্রে অযোগ্য বা মৃত্যুবরণকারী ভাতাভোগী শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। এছাড়া ভাতাভোগী কোনো কারণে লাইভ ভেরিফিকেশনে উপস্থিত না থাকলে তাকে মৃত দেখিয়ে তালিকা থেকে বাদ দেয়ার অভিযোগও পাওয়া গিয়েছে।

উপজেলা পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বাস্তবায়নে দায়িত্বের বিকেন্দ্রীকরণ নেই। সরকারি বিভিন্ন কমিটিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সভাপতি বা সহ-সভাপতির অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়। এই পদে ঘন ঘন বদলির কারণে সামাজিক নিরাপত্তার সার্বিক বাস্তবায়ন ও তদারকি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। কার্ড ও খাদ্যদ্রব্য বিতরণের সময় বিতরণ কেন্দ্রে ট্যাগ অফিসারের (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) উপস্থিতি বাধ্যতামূলক হলেও জনবল ঘাটতি এবং পর্যাপ্ত ভাতা (টিএ/ডিএ) না থাকার কারণে তারা নিয়মিত উপস্থিত থাকেন না। পার্বত্য অঞ্চলে একটি উপজেলা কর্মকর্তাদের একাধিক উপজেলার দায়িত্বে থাকার কারণে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির তালিকা যাচাই, বাস্তবায়ন তদারকি এবং অভিযোগ নিষ্পত্তিতে কার্যকর তদারকি নিশ্চিত করা দুরূহ।

২.২.৩ তথ্য ব্যবস্থাপনা

কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ক্লাস্টার মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘসূত্রতার কারণে একক রেজিস্ট্রি তথ্যব্যবস্থা ও কর্মসূচিভিত্তিক এমআইএস সমন্বয় কার্যক্রম এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। উপজেলা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন কার্যালয়গুলোতে বিভিন্ন কর্মসূচির সুবিধাভোগীর দ্বৈততা এড়াতে এমআইএস ব্যবস্থায় আন্তঃকর্মসূচি সমন্বয়ের অভাব লক্ষ করা যায়। এছাড়া উপজেলা কার্যালয়গুলোতে সুবিধাপ্রার্থীর দ্বৈততা যাচাই, তথ্য সংরক্ষণ ও সংশোধনে জনপ্রতিনিধিদের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতার কারণে সুবিধাপ্রাপ্তিতে দ্বৈততা, যোগ্যদের সুবিধাবঞ্চিত হওয়া এবং অযোগ্যদের অন্তর্ভুক্তির সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। কর্মসূচিগুলোর সুবিধাভোগী নির্বাচনে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না করা এবং তথ্য ব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিদের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতার কারণে যোগ্য আদিবাসীদের সুবিধা গ্রহণের সুযোগ আরও সীমিত পড়েছে।

২.৩ অংশগ্রহণ

কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ: সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় আদিবাসী প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিশেষ চাহিদা, ভৌগোলিক বৈচিত্র্য এবং স্থানীয় বাস্তবতা বিবেচনা করা হয় না। একই কাঠামোর অধীনে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির নীতিমালা ও প্রকল্প নকশা তৈরি করার ফলে এসব নীতিমালায় আদিবাসীদের চাহিদা ও প্রাধান্যের প্রতিফলন ঘটে না। এছাড়া কেন্দ্রীয় পর্যায়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যাভিত্তিক এবং ন্যায্য বাজেট বরাদ্দ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণেও তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয় না।

স্থানীয় পর্যায়ে আদিবাসী প্রতিনিধি ও এনজিওদের অংশগ্রহণ: 'বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন' কর্মসূচি ব্যতীত অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কমিটিগুলোতে আদিবাসী প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তির কোনো নির্দেশনা নেই। এই কর্মসূচিগুলোর প্রকল্প পরিকল্পনা, সুবিধাভোগী নির্বাচন এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আদিবাসী সংগঠনগুলোর আনুষ্ঠানিক সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করে না। পার্বত্য অঞ্চলের সব ইউনিয়ন এবং সমতলের কিছু ইউনিয়নে জনপ্রতিনিধি হিসেবে আদিবাসী সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকলেও প্রান্তিক আদিবাসীদের প্রকৃত চাহিদা ও অগ্রাধিকার এসব প্রক্রিয়ায় যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় না। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রাথমিক বাছাই কমিটিতে আদিবাসী প্রতিনিধি, হেডম্যান বা কারবারীদের সাধারণত অন্তর্ভুক্ত করা হয় না; ক্ষেত্রবিশেষে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ভিডব্লিউবি, মা ও শিশু সহায়তা, খাদ্যবান্ধব ও মানবিক সহায়তা কর্মসূচি ছাড়া অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সংশ্লিষ্ট কমিটিতে এনজিও প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের কোনো নির্দেশনা নেই, যা অংশগ্রহণমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে।

২.৪ প্রবেশগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি

২.৪.১ প্রচার-প্রচারণা

> **"এখানে তো ৮নং ও ৯নং ওয়ার্ডে গাড়িও যায় না...রাস্তার পাশেই মাইকিং করা হয় মূলত।"**
> ***- ইউপি সদস্য, বান্দরবান***
>
> **"রাস্তা থেকে দূরে গ্রাম... গ্রামের শুরু থেকে মাইকিং করে শেষ হয় গ্রাম পার হয়ে গিয়ে...অনেকেই সবটুকু শুনতে পায় না।"**
> ***- আদিবাসী সুবিধাভোগী, রাজশাহী***

সামাজিক নিরাপত্তার বেশিরভাগ কর্মসূচির ক্ষেত্রে মাইকিং করা হয় না। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের বেশিরভাগই জানিয়েছেন তারা মানুষের মুখে মুখে ও ইউনিয়ন সদস্যদের মাধ্যমে কর্মসূচি সম্পর্কে তথ্য জানতে পেরেছেন। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি বিভিন্ন কর্মসূচির প্রচারণায় সর্বোচ্চ মাইকিং করার দাবি করলেও মাইকিংয়ের মাধ্যমে আদিবাসীদের কাছে তথ্য পৌঁছেছে খুব কম। অধিকাংশ ইউনিয়নে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীরা তথ্য সংগ্রহকালীন পূর্ববর্তী একবছরে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বিষয়ে মাইকিং শোনেননি বলে অভিযোগ করেছেন। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা মাইকিং না করার কারণ হিসেবে দুর্গমতা, ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা এবং বাজেট সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করেছেন। এছাড়া জিটুপি পেমেন্ট সিস্টেমে বিনামূল্যে ভাতা উত্তোলনের বিধান সম্পর্কেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোনো প্রচারণা চালায় না। মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় প্রতি ওয়ার্ডে নির্দেশিকা প্রচারের বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা বাস্তবে অনুসরণ করা হয়নি। তথ্য প্রচারণার এসব ঘাটতির কারণে দুর্গম ও প্রান্তিক অঞ্চলে বসবাসরত আদিবাসীরা এসব কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে পারেন না। যে কারণে তারা এসব কর্মসূচিতে আবেদনও করতে পারেন না।

২.৪.২ নিবন্ধন প্রক্রিয়া

অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া: বর্তমানে বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা/উপবৃত্তি, মা ও শিশু সহায়তা, ভিডব্লিউবি এবং জেলেদের জন্য ভিজিএফ কার্যক্রম কর্মসূচিগুলোতে অনলাইনে আবেদন করা বাধ্যতামূলক। তবে মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচিতে প্রতিমাসের ২০ তারিখের মধ্যে ভাতা পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকে আবেদন করতে হবে। অনলাইনে আবেদনের এই বাধ্যবাধকতা পার্বত্য ও প্রান্তিক সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের জন্য বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। পার্বত্য অঞ্চলের দুর্গম এলাকায় ইন্টারনেট সংযোগ, বিদ্যুৎ ও মোবাইল নেটওয়ার্কের অপ্রাপ্যতা আদিবাসীদের আবেদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করছে। সমতল ও পার্বত্য অঞ্চলে কিছু এলাকায় ধীরগতির ইন্টারনেটের কারণে আদিবাসীদের ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে আবেদন করতে সমস্যায় পড়তে হয়। প্রান্তিক আদিবাসী, বিশেষ করে নারী, বয়স্ক ও গুরুতর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিজস্ব স্মার্টফোন, মোবাইল,

ডিজিটাল সাক্ষরতা ও প্রবেশগম্যতা না থাকায় তারা অনলাইনে আবেদন করতে পারেন না। এছাড়া ভাষাগত প্রতিবন্ধকতার কারণেও আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের আবেদন করতে জটিলতায় পড়তে হয়।

চিত্র ২: বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অনলাইন আবেদন ও সুবিধা প্রদান পদ্ধতি

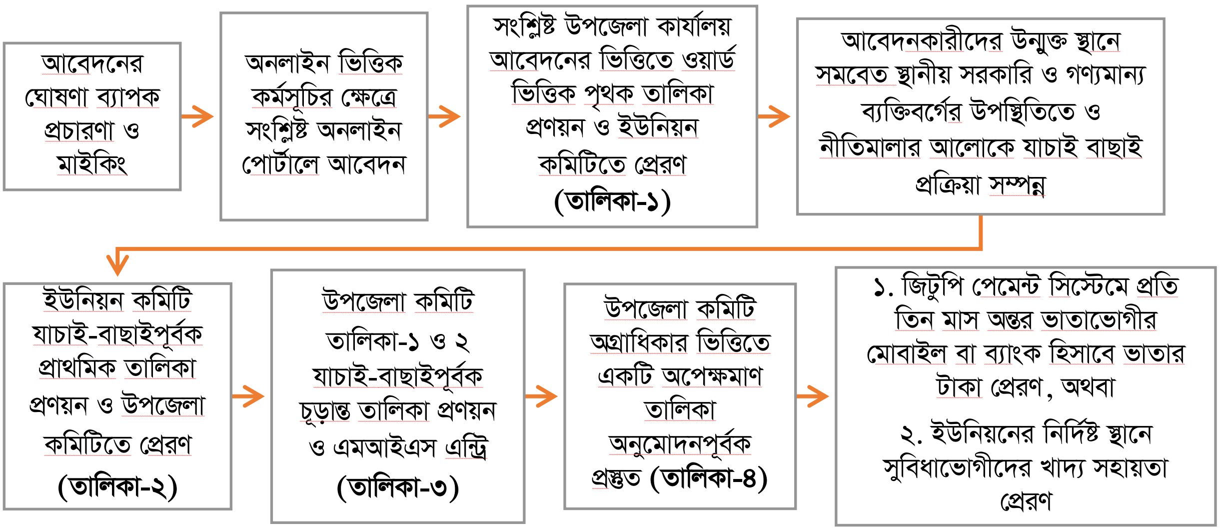

যেসব কর্মসূচিতে অনলাইন আবেদন বাধ্যতামূলক সেগুলোর মধ্যে ভিডব্লিউবি কর্মসূচি ছাড়া অন্য কোনো কর্মসূচির জন্য বিকল্প আবেদন পদ্ধতি নেই। পাশাপাশি পার্বত্য দুর্গম এলাকায় আবেদনের সময়ও পর্যাপ্ত রাখা হয় না। এর ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে না পারলে এসব অঞ্চলের যোগ্য আদিবাসী আবেদনকারীরা নিবন্ধনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, যা তাদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির পথে একটি গুরুতর বাধা হিসেবে কাজ করছে।

স্বশরীরে/ লিখিত আবেদন প্রক্রিয়া: সাধারণ ভর্তুকি (খাদ্য), শ্রমবাজার ও কর্মসংস্থান (ভিডব্লিউবি ব্যতীত), ভিজিএফ, কাবিখা, কাবিটা, ইজিপিপি, জিআর, গৃহ নির্মাণের জন্য নগদ অনুদান এবং চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচিতে ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্য, চেয়ারম্যান বা পঞ্চায়েত বরাবর স্বশরীরে বা লিখিত আবেদন করতে হয় (চিত্র ৩)।

চিত্র ৩: বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে স্বশরীরে/ লিখিত আবেদন ও সুবিধা প্রদান পদ্ধতি

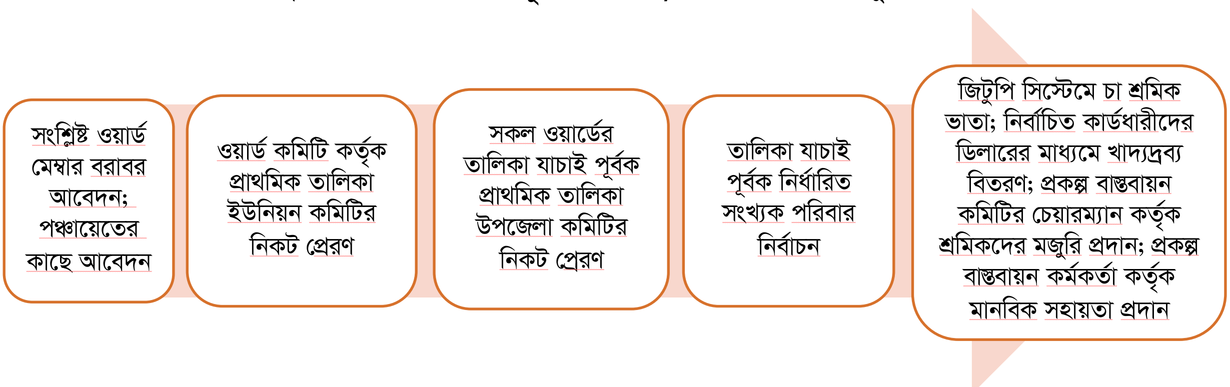

অন্যদিকে কিছু কর্মসূচির ক্ষেত্রে সরাসরি উপজেলা পর্যায়ে আবেদন ও সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হয়। এ ধরনের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে সমতল ভূমিতে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ প্রকল্প, বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য এলাকা ব্যতীত), আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, এবং তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে মূলধন সরবরাহ ও তাঁতের আধুনিকায়ন কর্মসূচি (চিত্র ৪)।

চিত্র ৪: উপজেলা থেকে সরাসরি প্রদত্ত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রক্রিয়া ও সুবিধা প্রদান পদ্ধতি

1. আদিবাসী অধ্যুষিত উপজেলা সমূহের আদিবাসী জনসংখ্যার ভিত্তিতে সুবিধাভোগীর সংখ্যা বরাদ্দ
2. আদিবাসী নেতৃস্থানীয়; মাঠ সহায়তা কর্মী এবং চা বাগান কর্তৃপক্ষ ও পঞ্চায়েতের কাছ থেকে প্রাথমিক তালিকা উপজেলা কমিটিকে প্রেরণ
3. তালিকা যাচাই পূর্বক উপজেলা কমিটি দ্বারা চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন
4. উপজেলা থেকে শিক্ষা উপকরণ, আবাসন; প্রাণি সম্পদ, প্রাণিখাদ্য ও প্রশিক্ষণ প্রদান; তাঁতিদের জন্য প্রশিক্ষণ ও ঋণ

তবে স্বশরীরে বা লিখিত আবেদন প্রক্রিয়ায় আদিবাসীদের কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, যেমন ভাষাগত সীমাবদ্ধতা, লেখার সক্ষমতার অভাব, প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহে জটিলতা এবং আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে আবেদন করার জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ওপর নির্ভরশীল হওয়া, আবেদন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান, সংশোধন ও যাচাই করার ক্ষেত্রে সক্ষমতার ঘাটতি, এবং অনেক ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য বা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের (ইউডিসি) উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা না পাওয়া।

২.৪.৩ আবেদনের শর্তাবলী

বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা, এবং মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচিগুলোতে জন্মসনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র, মৃত্যু সনদ এবং গর্ভধারণ সেবাকার্ডের মতো আবশ্যকীয় নথিপত্র প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সম্পর্কে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অজ্ঞতার কারণে তারা এসব সনদ সংগ্রহ করতে পারেন না, এবং অনেক সময় এসব সনদ সংগ্রহে দীর্ঘ জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। আবার কারও জন্মসনদ বা জাতীয় পরিচয়পত্রে তথ্য ভুল থাকলে তা সংশোধনের জন্য অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে গিয়েও ভোগান্তি পোহাতে হয়। আদিবাসী নারীদের মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার প্রদান করা হলেও বাস্তবে বাল্যবিবাহের প্রবণতা এবং প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়ায় অনেক নারী জাতীয় পরিচয়পত্র করতে পারেন না। তাছাড়া সমতল ও পার্বত্য অঞ্চলের দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী গর্ভবতী আদিবাসী নারীরা যাতায়াতের সমস্যা ও অতিরিক্ত ব্যয়ের কারণে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে গিয়ে গর্ভধারণ সেবাকার্ড সংগ্রহ করতে পারেন না।

প্রতিবন্ধী পরিচয় নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অজ্ঞতা, ভৌগোলিক দুর্গমতা, এবং ডিজিটাল সক্ষমতা ও প্রবেশগম্যতার অভাবে প্রান্তিক আদিবাসীরা ডিসঅ্যাবিলিটি ইনফরমেশন সিস্টেম (ডিআইএস)-এ অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন না। প্রতিবন্ধী হিসেবে ইস্যুকৃত কার্ড বা পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে না পারায় তারা আবেদনের প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণে ব্যর্থ হন, এবং প্রকৃত প্রতিবন্ধী হয়েও তারা এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বঞ্চিত হন। এছাড়া শ্রবণ, দৃষ্টি, মানসিক ও বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়োজিত চিকিৎসা কর্মকর্তাদের অনেক ক্ষেত্রেই যথাযথ প্রশিক্ষণ, দক্ষতা এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ঘাটতি রয়েছে।

২.৪.৪ বিতরণ প্রক্রিয়া

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় যেসব ভাতা নগদ অর্থ হিসেবে প্রদান করা হয় (বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা, প্রতিবন্ধী, মা ও শিশু, ইজিপিপি, চা শ্রমিক ভাতা), সেগুলো সরকার জিটুপি (সরকার থেকে ভাতাভোগী) পেমেন্ট ব্যবস্থার মাধ্যমে ভাতাভোগীদের নিবন্ধিত মোবাইল নাম্বারে প্রেরণ করে। যেহেতু এই ব্যবস্থায় ভাতাভোগীর শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই অর্থ উত্তোলন সম্ভব, তাই কোনো ভাতাভোগী মৃত্যুবরণ করলে তা সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও মৃত্যুবরণকারী ভাতাভোগীদের তথ্য নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করে না। এর ফলে জিটুপি পেমেন্ট ব্যবস্থায় মৃত ব্যক্তির নিবন্ধিত মোবাইল নাম্বারে ভাতা পাঠানো চলতে থাকে। এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বয়স্ক আদিবাসী ভাতাভোগীরা ভাতা উত্তোলনের সময় আঙুলের ছাপ শনাক্তকরণে সমস্যার কারণে ভোগান্তিতে পড়েন। এছাড়া পার্বত্য ও দুর্গম অঞ্চলে মোবাইল নেটওয়ার্ক না থাকায় এবং অনেক ভাতাভোগীর মোবাইল ব্যবহার না করায় তাদের নিবন্ধিত সিম অনেক সময় নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। ফলে তারা সময়মতো ভাতা গ্রহণ করতে পারেন না। নিষ্ক্রিয় সিম পুনরায় সক্রিয় করার প্রক্রিয়ায়ও তাদের জন্য সময়সাপেক্ষ এবং জটিল। বিশেষ করে আদিবাসী নারী, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সীমিত ডিজিটাল জ্ঞান ও সক্ষমতার ঘাটতির কারণে এই পেমেন্ট ব্যবস্থায় ভাতা উত্তোলন তাদের জন্য প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। পাশাপাশি দুর্গম পার্বত্য এলাকায় নিকটবর্তী এজেন্ট ব্যাংক বা মোবাইল আর্থিক সেবা (এমএফএস) পর্যাপ্ত না থাকার কারণে আদিবাসীদের জন্য ভাতা উত্তোলন আরও কঠিন। এসব কারণে বহু আদিবাসী ভাতাভোগীকে উচ্চ পরিবহন ব্যয় এড়াতে তৃতীয় পক্ষের সহায়তায় নির্দিষ্ট অর্থ পরিশোধের বিনিময়ে ভাতা উত্তোলন করতে হয়।

ভিডব্লিউবি, মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের নকশা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রেক্ষাপট যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয় না। এছাড়া এসব প্রশিক্ষণ ভাতা দৈনিক মজুরির তুলনায় কম নির্ধারণ করা হয় এবং তাদের বাসস্থান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের স্থান পর্যন্ত যেতে দূরত্বের কারণে অতিরিক্ত যাতায়াত ব্যয় বহন করতে হয়।

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি, টিসিবি ফ্যামিলি কার্ড ও ভিডব্লিউবি কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ (উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ডিলার, ইউনিয়ন চেয়ারম্যান) সুবিধাভোগীদের খাদ্যদ্রব্য বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য যথাসময়ে ও যথাযথভাবে প্রদান করে না। ফলে পার্বত্য অঞ্চলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে খাদ্যপণ্য গ্রহণের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়, অনেক ক্ষেত্রে তারা নির্ধারিত খাদ্যপণ্যও পান না।

তাছাড়া বিশেষ করে নারীদের খাদ্যপণ্য বহনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিবহন ব্যয় বহন করতে হয়। উপরন্তু খাদ্যাভ্যাসের কারণে বিতরণকৃত সিদ্ধ চাল না খেয়ে আদিবাসীরা কম মূল্যে তা বাজারে বিক্রি করে দেন।

তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে মূলধন সরবরাহ ও তাঁতের আধুনিকায়ন কর্মসূচিতে ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, মোবাইল নেটওয়ার্কের অনুপস্থিতি এবং পর্যাপ্ত প্রচারণার অভাবে পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী তাঁতিদের এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ সীমিত। অন্যদিকে সমতল এলাকায় প্রশিক্ষণ-পরবর্তী ঋণ বিতরণ ও পরিশোধ প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ না করে উপজেলা তাঁত বোর্ডের পক্ষ থেকে আদিবাসী তাঁতিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে।

সমতল ভূমিতে বসবাসরত 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী'দের জন্য প্রাণিসম্পদ কর্মসূচির প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে বেজলাইন সার্ভেতে সুবিধা পাওয়ার যোগ্য জনসংখ্যা ও চাহিদার তালিকা যথাযথ না হওয়ায় সুবিধা পাওয়ার যোগ্য অনেক আদিবাসী তালিকাভুক্ত হতে পারেনি। স্থানীয় পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ বিতরণের ক্ষেত্রে কেন্দ্র থেকে বাস্তব প্রেক্ষাপট, যেমন প্রাণী পালনের উপযোগী পরিবেশ ও আদিবাসী জনগণের প্রকৃত চাহিদা যাচাই না করেই বরাদ্দ ও বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয় থেকে নীতিমালা অনুযায়ী নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও ওষুধ সরবরাহ করা হয় না। এছাড়া এই কর্মসূচির সুবিধাসমূহ উপজেলা পর্যায় থেকে বিতরণ করায় আদিবাসী জনগণের আবাসস্থল থেকে দূরত্ব ও যাতায়াতজনিত অতিরিক্ত ব্যয়ের কারণে সুবিধা গ্রহণ তাদের জন্য কঠিন।

পার্বত্য এলাকা ব্যতীত বিশেষ এলাকার জন্য গৃহীত উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের তালিকা যাচাই প্রক্রিয়ায় ঘাটতি রয়েছে। বিশেষত শিক্ষা উপকরণ বরাদ্দের ক্ষেত্রে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের প্রকৃত চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা যাচাই করা হয় না। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে ভূমি নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেক আদিবাসীর নিজস্ব বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমির লিখিত মালিকানা দলিল না থাকায় এমন ভূমিতে আবাসন সুবিধা গ্রহণে তাদের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

২.৪.৫ তালিকায় অন্তর্ভুক্তি

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধাভোগী নির্বাচনে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ভিডব্লিউবি কর্মসূচিতে আদিবাসী নারীদের অগ্রাধিকার তালিকায় না রাখা এবং কর্মসূচি সম্পর্কে তাদের তেমন ধারণা না থাকার কারণে এই কর্মসূচিতে তাদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে সীমিত। একইভাবে শ্রমবাজার ও কর্মসংস্থানভিত্তিক কর্মসূচি, খাদ্য নিরাপত্তা (সাধারণ ভর্তুকি), এবং সামাজিক সহায়তা কর্মসূচিতে (ভিজিএফ, জেলেদের ভিজিএফ, জিআর, কাবিখা, কাবিটা ও ইজিপিপি) সুবিধাভোগী নির্ধারণের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র দারিদ্র্যকে মাপকাঠি বিবেচনা করে 'ডিস্ট্রেস প্রাইওরিটি লিস্ট' করা হয়। এখানে পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসেবে আদিবাসীদের জন্য কোনো বিশেষ অগ্রাধিকার রাখা হয়নি। তদুপরি ভৌগোলিক দুর্গমতা, ইউনিয়ন পর্যায়ের বাছাই কমিটির সীমিত সক্ষমতা ও অনিয়ম-দুর্নীতি এবং নীতিমালায় অগ্রাধিকারের অনুপস্থিতির কারণে প্রান্তিক আদিবাসীদের এসব সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির হতদরিদ্রের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নিশ্চয়তা থাকে না।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ২২টি ইউনিয়ন পরিষদের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তথ্য অনুযায়ী কর্মসূচি অনুযায়ী তথ্যের প্রাপ্যতা অনুসারে পাঁচটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে আদিবাসীদের মধ্যে সুবিধা গ্রহণের যোগ্য জনসংখ্যার তুলনায় আবেদনকারী ও তাদের মধ্যে নির্বাচিতদের গড় হার ১৯ দশমিক ৭ শতাংশ। চাহিদার তুলনায় বরাদ্দ সীমিত থাকায় কর্মসূচির সুবিধাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার তালিকার ক্রমানুসারে নির্বাচন করার নির্দেশনা রয়েছে। তবে প্রচার-প্রচারণার ঘাটতির কারণে কর্মসূচি সম্পর্কে না জানায় আবেদন করতে না পেরে সুবিধা পাওয়ার যোগ্য আদিবাসীদের একটি অংশ শুরুতেই বাদ পড়ে যায়। অধিকাংশ কর্মসূচিতে আদিবাসীদের অগ্রাধিকার না থাকা, বাছাই কমিটির নীতিমালা অমান্য ও অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে তাদের অন্তর্ভুক্তি আরও সীমিত।

সারণি ৫: পাঁচটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি

কর্মসূচি	আদিবাসী জনগোষ্ঠী (ইউনিয়ন সংখ্যা)	সুবিধা পাওয়ার যোগ্য আদিবাসী	আবেদনকারীর সংখ্যা ও হার	নির্বাচিতের সংখ্যা ও হার
বয়স্ক ভাতা	৩৩,২৮৪ (১০টি)	১,৬৭৩	৮৫৫ (৫১.১%)	৩৫৫ (২১.২%)
বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা	২২,৩১০ (৮টি)	৪৯৮	১৬৬ (৩৩.৩%)	৬০ (১২%)
প্রতিবন্ধী ভাতা/উপবৃত্তি	২৪,৫২৮ (৭টি)	৫৮৩	৩৩৫ (৫৭.৫%)	১৮৪ (৩১.৬%)
মা ও শিশু সহায়তা ভাতা	১১,৯০৭ (৬টি)	৫৯৪	১৮১ (৩০.৫%)	১২৮ (২১.৫%)
ভিডব্লিউবি কার্ড	২,৬০৬ (৪টি)	১,৩৩৮	৩৩৬ (২৫.১%)	১৬৬ (১২.৪%)

* গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তথ্য অনুযায়ী; ২২টি ইউনিয়নের মধ্যে কর্মসূচি অনুযায়ী তথ্যের প্রাপ্যতা অনুসারে বিশ্লেষণ।

২.৫ স্বচ্ছতা

গবেষণার আওতাভুক্ত কোনো ইউনিয়নেই গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং জনসাধারণের উপস্থিতিতে উন্মুক্তভাবে যাচাই-বাছাই করে সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হয়নি। এছাড়া প্রাথমিক নির্বাচনের সময় ইউনিয়ন কমিটির সকল সদস্যের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়নি।

ইউনিয়ন কমিটি নির্বাচিতদের তালিকা প্রকাশের পরিবর্তে শুধু নির্বাচিত ব্যক্তিদের অবহিত করেছে। অন্যদিকে উপজেলা কমিটি যথাযথ যাচাই-বাছাই না করে চূড়ান্ত সুবিধাভোগী নির্বাচন করেছে, এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা কার্যালয়ও চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেনি। কাবিখা, কাবিটা এবং ইজিপিপি কর্মসূচির ক্ষেত্রে প্রকল্প তালিকা ইউনিয়ন গ্রোথ সেন্টার ও জনবহুল স্থানে সাইনবোর্ডের মাধ্যমে প্রদর্শন করার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়িত হয়নি। তদুপরি কর্মসূচিগুলোর চূড়ান্ত ও অপেক্ষমাণ তালিকা এবং হালনাগাদ তথ্য ইউডিসি ও ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করার নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও তা যথাযথভাবে প্রকাশ করা হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইউডিসি উদ্যোক্তারা ইউনিয়ন পরিষদে সেবামূল্য তালিকাও প্রদর্শন করেননি।

চিত্র ৫: গবেষণার আওতাভুক্ত ২২টি ইউনিয়ন পরিষদের ওয়েবসাইটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বিষয়ক তথ্য প্রকাশ

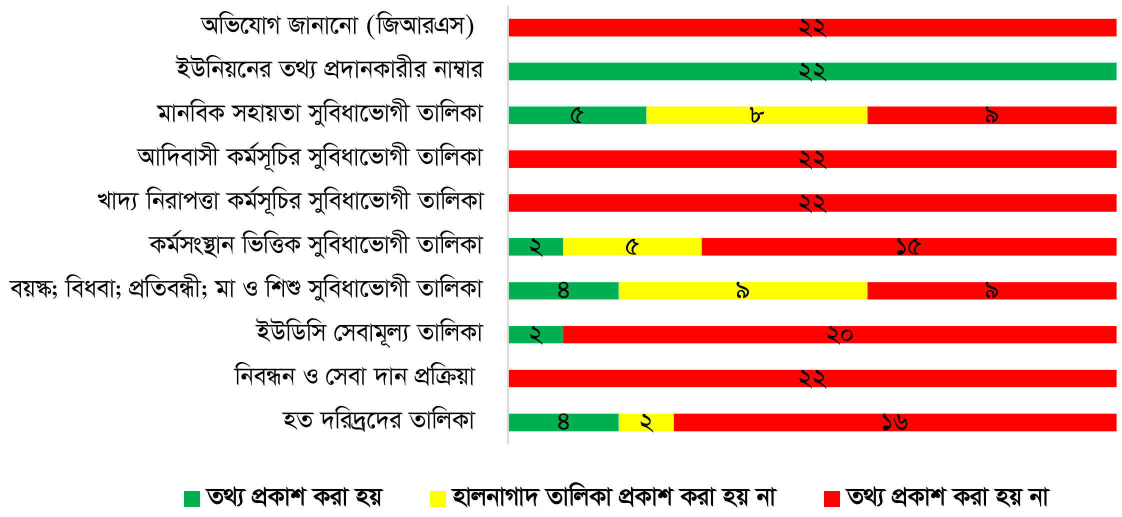

বেশিরভাগ ইউনিয়ন পরিষদের ওয়েবসাইটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য, বিশেষত জিআরএস, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির নিবন্ধন ও সেবা প্রদানের প্রক্রিয়া, এবং কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। কিছু ইউনিয়ন পরিষদের ওয়েবসাইটে সুবিধাভোগীর তালিকা প্রদর্শন করা হলেও সেগুলো নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়নি।

২.৬ অনিয়ম-দুর্নীতি

২.৬.১ সুবিধাভোগী নির্বাচনে অনিয়ম

আবেদন প্রক্রিয়ায় হয়রানি: সুবিধাপ্রার্থী হিসেবে আদিবাসীরা আবেদনের সময় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য কর্তৃক প্রয়োজনীয় নথি হারিয়ে ফেলা, খারাপ আচরণ ও অসহযোগিতাসহ হয়রানির শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এছাড়া সেবামূল্য প্রদর্শন না করার কারণে কিছু ইউডিসি উদ্যোক্তা আদিবাসী আবেদনকারীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত সেবামূল্য আদায় করে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

স্বজনপ্রীতি ও রাজনৈতিক প্রভাব: চা শ্রমিক ভাতার প্রাথমিক তালিকা প্রণয়নে পঞ্চায়েতের মধ্যে স্বজনপ্রীতি প্রাধান্য পায়। এছাড়া ইউনিয়ন কমিটি রাজনৈতিক প্রভাব এবং ভোটের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে সুবিধাভোগী নির্বাচন করে বলে অভিযোগ পাওয়া যায় - অনেক ক্ষেত্রে যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও বিরোধী দলের কর্মী বা সমর্থক হওয়ার কারণে তালিকাভুক্ত করেনি। এছাড়া আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য বাস্তবায়িত কর্মসূচিতে সুবিধাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এনজিও, আদিবাসী নেতা ও মাঠ সহায়তাকারীর স্বজনপ্রীতি এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক পক্ষপাতিত্বও লক্ষ করা যায়।

যাচাই-বাছাই ও নির্বাচনে অনিয়ম: এককালীন চা শ্রমিক ভাতাপ্রাপ্ত সুবিধাভোগীদের মধ্যে অনেককে জীবনচক্রভিত্তিক বা দীর্ঘমেয়াদী মাসিক ভাতা এবং খাদ্যসামগ্রী সুবিধা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া উপজেলা কমিটির পক্ষ থেকে চূড়ান্ত বাছাইয়ের সময় বিভিন্ন কর্মসূচিতে একই ব্যক্তি বা পরিবারকে নির্বাচিত করার ঘটনা দেখা যায়। জীবিত ভাতাভোগীকে মৃত হিসেবে দেখিয়ে অন্যজনকে নির্বাচনের অভিযোগও পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে উপজেলা কমিটি ইউনিয়ন কমিটির প্রেরিত প্রাথমিক তালিকা যাচাই বা দ্বৈততা পরীক্ষা ছাড়াই চূড়ান্ত করেছে।

২.৬.২ সুবিধাভোগী নির্বাচনে ঘুষ আদায়

সুবিধাভোগী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আদিবাসীরা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়। দেখা যায়, যোগ্য ব্যক্তিদের ঘুষ ছাড়া তালিকাভুক্ত করা হয়নি, একাধিকবার ঘুষ দেওয়ার পরও আবেদনকারীকে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, ঘুষের বিনিময়ে অযোগ্য ব্যক্তিদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এবং এককালীন বা ক্ষেত্রবিশেষে একাধিকবার ঘুষ আদায় করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য/ কর্মীদের একাংশের যোগসাজশে (গ্রাম পুলিশ, মেম্বার, মহিলা মেম্বার এবং ইউনিয়ন চেয়ারম্যান) ঘুষ আদায় করা

হয়। এছাড়া কর্মসূচিভেদে উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তি, কর্মকর্তা এবং কর্মীরা ঘুষ আদায়ে যুক্ত বলে অভিযোগ রয়েছে। অন্যান্য কর্মসূচির তুলনায় আদিবাসীদের আবাসন বরাদ্দে ঘুষের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি, ঘুষ দিতে না পারায় নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের বরাদ্দ দেওয়া হয়নি, এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের কিছু অংশের যোগসাজশে ঘুষের বিনিময়ে বরাদ্দকৃত আবাসন স্বচ্ছল ব্যক্তিকে দেওয়া হয়েছে।

সারণি ৬: বিভিন্ন ভাতাভিত্তিক কর্মসূচিতে ঘুষের চিত্র

কর্মসূচি	ভাতা		কর্মসূচি ও অঞ্চলভেদে ভাতাভোগী নির্বাচনে ঘুষের পরিমাণ (এককালীন)		উত্তোলনের সময় নিয়মবহির্ভূত ব্যয় (টাকা)	ঘুষ আদায়কারী
	ভাতার পরিমাণ** (মাসিক টাকা)	১ বছরে প্রাপ্য	সমতল (টাকা)	পার্বত্য (টাকা)	(১ বছরে)	
বয়স্ক (আজীবন)	৬০০	৭,২০০	৫০০-১০,০০০	২,৫০০-৬,০০০	২০০-৪০০	ইউনিয়ন পরিষদের পুরুষ ও নারী সদস্য, ইউপি চেয়ারম্যান, গ্রাম পুলিশ, ইউনিয়ন সমাজকর্মী, উপজেলা সমাজসেবা অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, এমএফএস এজেন্ট, দালাল
বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা (আজীবন)*	৫৫০	৬,৬০০	২,০০০-৫,০০০	২,০০০-৪,০০০	২০০-৪০০	
প্রতিবন্ধী ভাতা (আজীবন)	৮৫০	১০,২০০	৩,০০০-১০,০০০	২,০০০-৫,০০০	৩০০-৫০০	
মা ও শিশু (নিবন্ধিত হওয়ার পর থেকে ৩৬ মাস পর্যন্ত)	৮০০	৯,৬০০	২,০০০-৫,০০০	১,০০০-২,০০০	৩০০-৫০০	ইউনিয়ন পরিষদের পুরুষ ও নারী সদস্য, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকর্মী
চা শ্রমিক (এককালীন)	৫০০০	৫,০০০	১,০০০-২,৫০০	প্রযোজ্য নয়	২০০-৩০০	পঞ্চায়েত

* ভাতাভোগী পুনরায় বিয়ে করলে ভাতা পাওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

** ২০২৩-২৪ অর্থবছর অনুযায়ী; প্রতি ৩ মাস পর পর প্রেরণ করা হয়।

সারণি ৭: বিভিন্ন পণ্যভিত্তিক কর্মসূচিতে ঘুষের চিত্র

কর্মসূচি	২০২৩-২৪ অর্থবছর অনুযায়ী		কর্মসূচি ও অঞ্চলভেদে ভাতাভোগী নির্বাচনে ঘুষের পরিমাণ (এককালীন)		অতিরিক্ত/ নিয়মবহির্ভূত আবেদন ব্যয় (টাকা)	ঘুষ আদায়কারী
	সুবিধাসমূহ	মেয়াদ	সমতল (টাকা)	পার্বত্য (টাকা)	(১ বছরে)	
খাদ্যবান্ধব	প্রতিকেজি ১৫ টাকা করে ভর্তুকি মূল্যে ক্রয়; ৩০ কেজি চাল	বছরে দুইবার; (দুই + তিন) মোট ৫ মাস (চলমান)	২,৫০০-৬,০০০	১,০০০-৬,০০০	৫০-১০০	ইউনিয়ন পরিষদের পুরুষ ও নারী সদস্য, ইউপি চেয়ারম্যান, গ্রাম পুলিশ, খাদ্য নিয়ন্ত্রক সহকারী, দালাল
ভিজিএফ	ধর্মীয় উৎসব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ১০-৩০ কেজি করে চাল	পরিবার-প্রতি একজন (এককালীন ত্রাণ)	৫০০-১,০০০	০	০	
টিসিবি ফ্যামিলি কার্ড	২ লি: সয়াবিন তেল, ২ কেজি মশুর ডাল ও ১ কেজি চিনি; ভর্তুকি মূল্যে ক্রয়	পরিবার-প্রতি একজন (চলমান)	২,০০০-৩,০০০	১,০০০-২,০০০	৫০-১০০	
ভিডব্লিউবি	৩০ কেজি চাল + ২২০ টাকা জমা	প্রতি মাসে প্রদান; ২ বছর মেয়াদকাল (বিনামূল্যে)	২,০০০-১০,০০০	২,০০০-৬,০০০	৫০-২০০	
জেলে ভিজিএফ	প্রতি মাসে ৪ কেজি চাল	মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞার সময় (চলমান)	১,৫০০-২,০০০	-	১০০-২০০	
সমতল ভূমিতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য প্রাণিসম্পদ প্রকল্প	৭টি প্যাকেজে গবাদি-প্রাণী ও তাদের ঘর নির্মাণসামগ্রী, ওষুধ ও ২ দিনের প্রশিক্ষণ	পরিবার-প্রতি একজন (এককালীন)	৫০০-৮,০০০	প্রযোজ্য নয়	০	আদিবাসী মাঠ সহায়তা কর্মী, শিক্ষক, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পুরুষ সদস্য, ইউপি চেয়ারম্যান ঠিকাদার
বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন প্রকল্প	বাইসাইকেল, বই/খাতা, কলম, উপবৃত্তি	মেয়ে শিক্ষার্থী (এককালীন)	৫০০-৩,০০০	প্রযোজ্য নয়	৫০-১০০	
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প	আশ্রয়ণের ঘর	পরিবার-প্রতি একজন (এককালীন)	৭,০০০-২ লক্ষ	২৫,০০০-১ লক্ষ	-	
			ঘুষ + নির্মাণ সামগ্রী ক্রয় ও শ্রমিকের খাবার খরচ			

২.৬.৩ সুবিধা প্রদান প্রক্রিয়ায় অনিয়ম-দুর্নীতি

এমএফএস ব্যবস্থায় অনিয়ম-দুর্নীতি: গবেষণার আওতাভুক্ত প্রতিটি ইউনিয়নে এমএফএস-এর মাধ্যমে পিন চুরি প্রতারণাজনিত ভাতা হারানোর ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া জিটুপি পেমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তার ভাতা উত্তোলনের সময় এমএফএস এজেন্টরা সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে প্রতিবার উত্তোলন ফি হিসেবে নিয়মবহির্ভূতভাবে ৫০-১০০ টাকা আদায় করে। কিছু ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ও উপজেলা প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দ্বারা সুবিধাভোগীদের মোবাইল নম্বর পরিবর্তন করে ভাতা আত্মসাৎ করার তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

দীর্ঘসূত্রিতা: ভাতাভোগী মৃত্যুবরণ করলে তার নমিনিকে মৃত্যু-পরবর্তী তিন মাসের ভাতা প্রদানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দীর্ঘসূত্রিতা পরিলক্ষিত হয়।

> **“খাতা-কলম, উপবৃত্তি, ঘর যা যা দেয় সেটা এখানের মাইকেল (ছদ্মনাম) ভাগ-বাটোয়ারা করে। সে হল এখানের আদিবাসী প্রতিনিধি ও খাসিয়া। তাই সে খাসিয়াদেরকেই বেশি সুযোগ-সুবিধা দেয়।”**
> ***- আদিবাসী নেতা, সিলেট***

কার্ড ও খাদ্যপণ্য বিতরণে অনিয়ম: খাদ্যবান্ধব বিভিন্ন কর্মসূচিতে (জেলে ভিজিএফ; ভিজিএফ; ভিডব্লিউবি; টিসিবি ফ্যামিলি কার্ড) কিছু ক্ষেত্রে একটি কার্ড আদিবাসী দুইটি পরিবারের মধ্যে ভাগ করে সুবিধা নিতে বাধ্য করা হয়। এছাড়া খাদ্য নিরাপত্তাভিত্তিক কর্মসূচির খাদ্যপণ্য মানহীন ও ছেঁড়া থাকা এবং ৩০ কেজির চালের বস্তায় ১ থেকে ৫ কেজি পর্যন্ত চাল কম থাকার তথ্য পাওয়া যায়। টিসিবি ফ্যামিলি কার্ডের ক্ষেত্রে একজনের পণ্য অন্যজনকে হস্তান্তর, দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও পণ্য না দেওয়া, এবং অনুপস্থিত কার্ডধারীর পণ্য বৈধ প্রতিনিধিকে না দিয়ে অন্য কার্ডধারীকে প্রদান করার অভিযোগ উঠে এসেছে। কিছু ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য কাগজের টোকেনের মাধ্যমে কার্ডবিহীন ব্যক্তিকে খাদ্য বিতরণ করেন, এবং অন্যদিকে প্রকৃত কার্ডধারী জেলেদের খাদ্য বিতরণ করেননি।

আদিবাসী সম্পর্কিত কর্মসূচির সুবিধা প্রদানে অনিয়ম: প্রাণিসম্পদ প্রকল্পে ঠিকাদাররা মানহীন ও রোগাক্রান্ত প্রাণী সরবরাহ করার ফলে বিতরণের কিছুদিনের মধ্যে সুবিধাভোগী এবং তাদের প্রতিবেশীদের প্রাণী সংক্রমিত হয়ে মারা যায়। কোয়ারেন্টাইন সময়ের মধ্যে প্রাণীর মৃত্যু হলে ঠিকাদারের পক্ষ থেকে পুনরায় প্রাণী প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকলেও ঠিকাদাররা নতুন প্রাণী সরবরাহ করে না। এছাড়া আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ঘরগুলোও মানসম্মত হয় না এবং ঘর নির্মাণের সময় সুবিধাভোগীদেরকে নির্মাণ সামগ্রী ক্রয় এবং শ্রমিকদের খাবারের খরচ বহন করতে বাধ্য করা হয়।

২.৭ জবাবদিহি

২.৭.১ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা: সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কেন্দ্রীয় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাংলা ভাষা ও অনলাইনভিত্তিক হওয়ার কারণে তা আদিবাসীবান্ধব নয়। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষাগত দক্ষতা বা ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ সীমিত। ফলে তাদের জন্য এই ব্যবস্থায় অভিযোগ জানানো কঠিন। স্থানীয় পর্যায় থেকে অভিযোগ কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পৌঁছানো ও নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া ও তদারকিতে ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া এমএফএস প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ দায়ের প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুবিধাভোগীদের মধ্যে পর্যাপ্ত সচেতনতা নেই, এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সহজে প্রবেশগম্য এবং আদিবাসীবান্ধব নয়।

> **“আমরা সবসময় একটা ভয়ের সিস্টেমে থাকি ... আমরা তো ভাষা ঠিকমত বুঝি না। ভয় দেখানোতে আমি আর পরে চেয়ারম্যানকে জানাইনি।”**
> ***- আদিবাসী বিধবা ভাতার সুবিধাপ্রার্থী***

স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার ঘাটতি: জনবলের ঘাটতির অজুহাতে উপজেলা বাস্তবায়ন কর্মকর্তারা অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে যথাযথ তদারকি করেন না। অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা প্রায়ই অফিসে অনুপস্থিত থাকেন, ফলে তদারকি কার্যক্রম ব্যাহত হয়। কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক সহকারীদের অসহযোগিতা এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেও তা আমলে নেওয়া হয় না। এছাড়া অভিযোগকারীদের অভিযোগ উপেক্ষা করার প্রবণতা এবং উপজেলা পর্যায়ে জবাবদিহির ঘাটতিও রয়েছে।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ২২টির মধ্যে ১২টি ইউনিয়নে অভিযোগ বাক্স এবং ১৪টি ইউনিয়নে অভিযোগ রেজিস্টারের কোনো ব্যবস্থা নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের কাছে মৌখিকভাবে অভিযোগ করা হলেও তা আমলে নেওয়া হয় না এবং কোনো প্রতিকার হয় না; শুধু লিখিত অভিযোগ গ্রহণ ও নথিভুক্ত করা হয়। তালিকাভুক্তির সময় ঘুষ দাবি, অযোগ্য ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা, অথবা প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা ও খারাপ আচরণ সংক্রান্ত অভিযোগের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন চেয়ারম্যানেরা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা না নিয়ে কেবল মৌখিকভাবে অভিযুক্তকে সতর্ক করে থাকেন। অনেক সময় মেম্বার বা চেয়ারম্যানেরা ঘুষ সংক্রান্ত অভিযোগ না দেওয়ার জন্য সুবিধাভোগীদের ভয়-ভীতি দেখান, ফলে এসব অভিযোগ তদন্ত বা প্রতিকারও তারা করেন না। তদুপরি, রাজনৈতিক

বা পারিবারিক সম্পর্কের কারণে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও গ্রাম চৌকিদারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোরও কোনো কার্যকর প্রতিকার পাওয়া যায় না।

আদিবাসীদের অভিযোগ প্রদানে অনীহা ও প্রতিবন্ধকতা: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে প্রচারণার অভাব, ভাষাগত ও ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা, যাতায়াত ব্যয়, হয়রানি ও অপমানিত হওয়ার আশঙ্কা, এবং কর্তৃপক্ষের অভিযোগ অগ্রাহ্য করার প্রবণতার কারণে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে অভিযোগ প্রদানে অনীহা দেখা যায়। অনেক আদিবাসী লিখিত বা অনলাইনভিত্তিক অভিযোগ করার সক্ষমতা রাখেন না, বিশেষ করে বাংলা ভাষায় লেখার অদক্ষতার কারণে তাদের অভিযোগ প্রদানের হার অত্যন্ত কম। পাশাপাশি ভবিষ্যতে সহযোগিতা না পাওয়ার আশঙ্কা ও জনপ্রতিনিধিদের প্রতিশোধমূলক আচরণের ভয়ে অনেক আদিবাসী অভিযোগ করতে সাহস পান না।

২.৭.২ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

মন্ত্রণালয়গুলো তাদের অধীন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর বেশিরভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশ করে না, বা করলেও প্রকাশিত প্রতিবেদনে কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়ন যথাযথভাবে করা হয় না। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ শুধু সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত কিছু প্রকল্পভিত্তিক মূল্যায়ন পরিচালনা করে।

আদিবাসীদের জন্য গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচিতে তদারকির ঘাটতি লক্ষ করা যায়। 'সমতলের আদিবাসীদের জন্য প্রাণিসম্পদ' প্রকল্পে ঠিকাদারদের সরবরাহকৃত প্রাণীর মান যাচাইয়ে প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তারা যথাযথ দায়িত্ব পালন করেন না। এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় প্রকল্পের কার্যকর বাস্তবায়ন ও আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের নিয়মিত তদারকি ব্যাহত হচ্ছে। 'বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত)' প্রকল্পে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সুপারিশকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যোগ্য সুবিধাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই, এবং শিক্ষা উপকরণ ও উপবৃত্তি প্রকৃত নির্বাচিত শিক্ষার্থীর নিকট পৌঁছানোর ক্ষেত্রে নিয়মিত তদারকির ঘাটতি রয়েছে। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের আবাসন নির্মাণ প্রক্রিয়ায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যথাযথ তদারকির অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে, যার ফলে মানহীন ঘর নির্মাণ করা হয় এবং সুবিধাভোগীদের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হয়। পাশাপাশি এসব প্রকল্পের মূল্যায়ন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হয় না।

৩ সার্বিক পর্যবেক্ষণ

গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায় সামাজিক নিরাপত্তা খাতে আদিবাসীদের অন্তর্ভুক্তি প্রত্যাশিত পর্যায়ে নেই। এর কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে - প্রাসঙ্গিক আইন ও নীতিমালায় আদিবাসীদের অগ্রাধিকার না দেওয়া, কর্মসূচির আবেদন প্রক্রিয়া ও প্রমাণপত্রের শর্তাদি আদিবাসীবান্ধব না থাকা, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা ও বাজেট বরাদ্দে আদিবাসীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করা, চাহিদা ও জনসংখ্যাভিত্তিক কর্মসূচি/প্রকল্প গ্রহণে ঘাটতি, এবং বাস্তবায়ন ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় আদিবাসীদের যথাযথ অংশগ্রহণ না থাকা। এছাড়া যথাযথ জনবল ও বাজেটের ঘাটতির কারণেও যোগ্য আদিবাসীদের অন্তর্ভুক্তিতে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিদ্যমান প্রচার ও অভিযোগ প্রতিকার কাঠামো অংশগ্রহণমূলক ও আদিবাসীবান্ধব নয়, বিশেষ করে ভাষা, যোগাযোগ, মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহারে প্রতিবন্ধকতা এ ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ। সামাজিক নিরাপত্তার প্রতিটি ধাপে ঘুষ, স্বজনপ্রীতি, রাজনৈতিক প্রভাব, অস্বচ্ছতা, জবাবদিহিহীনতা এবং নীতিমালা অমান্যজনিত কাঠামোগত অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান, যা প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য অতিরিক্ত বোঝা।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সমতল ও পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের অভিজ্ঞতায় কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য এবং কিছু ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতা দেখা যায়। সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে তাদের চাহিদা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়নি এবং তাদের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। এছাড়া সমতলের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে সামাজিক নিরাপত্তার প্রচারণাও কার্যকরভাবে করা হয়নি। জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব না থাকা, বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতি, অভিযোগ প্রদানে অনীহা ও ভীতি এবং শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার ঘাটতি সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের অন্তর্ভুক্তির পথে বাধা। অন্যদিকে পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের জন্য সুনির্দিষ্ট সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। একদিকে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত তথ্য না জানা, আবেদন এবং অভিযোগ প্রদানে ভৌগোলিক ও ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা এবং শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার ঘাটতি, অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যোগ্য সুবিধাভোগী নির্বাচন, সেবা প্রদান বিশেষকরে খাদ্যপণ্য বিতরণ এবং প্রচারণায় সক্ষমতার ঘাটতি পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির পথে চ্যালেঞ্জ।

দেখা যাচ্ছে দরিদ্র, ঝুঁকিপূর্ণ ও পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী হিসেবে আদিবাসীদের অগ্রাধিকার না দেওয়া এবং বিশেষ গুরুত্ব প্রদান না করা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে আদিবাসীদের যথাযথ অন্তর্ভুক্তির পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা।

চিত্র ৬: আদিবাসীদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ: কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ

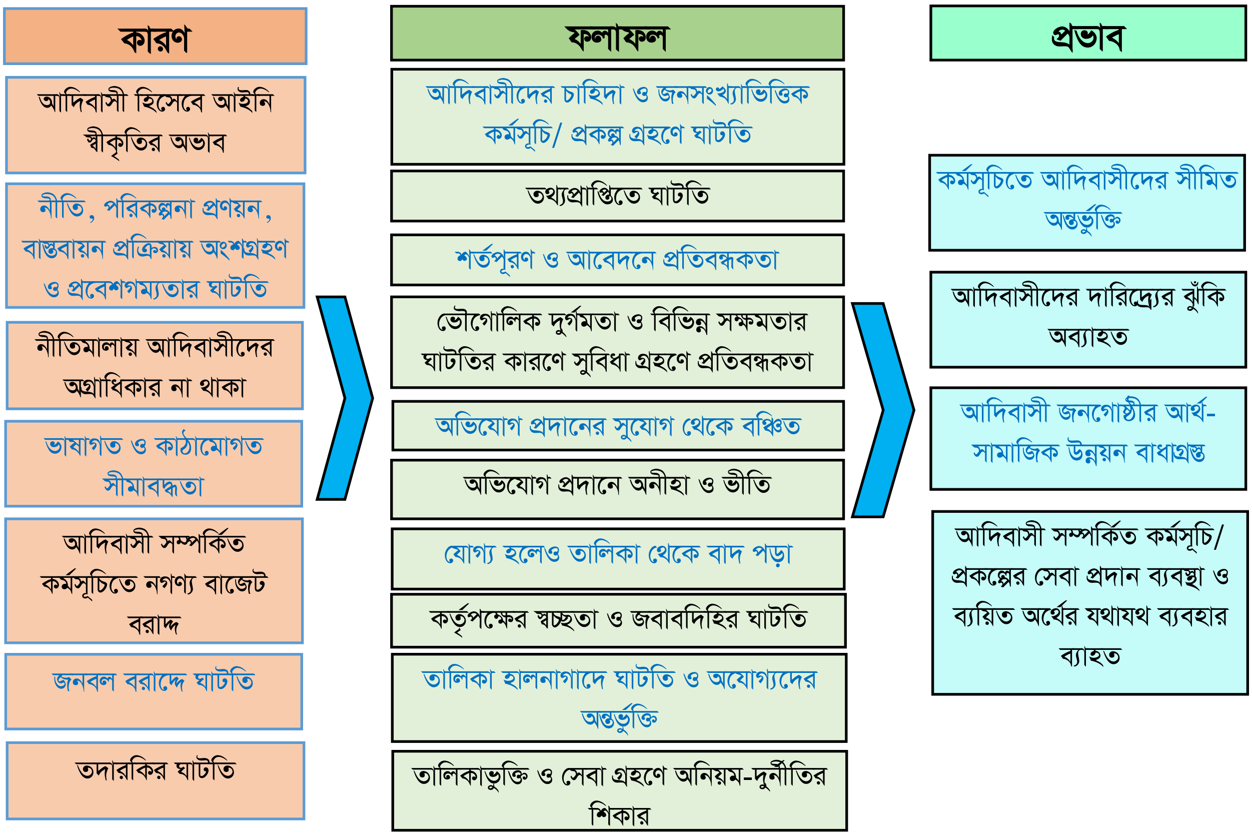

৩.১ সুপারিশ

গবেষণার ফলাফল ও বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে আদিবাসীদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তিতে নিচের সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো।

৩.১.১ নীতি-নির্ধারণী পর্যায়

১. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসহ সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের ন্যায্য প্রাপ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানে আইএলও কনভেনশন ১৬৯ অনুস্বাক্ষর করতে হবে।

২. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়নে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সমতল ও পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সব কর্মসূচির বাস্তবায়ন নীতিমালায় আদিবাসীদের অগ্রাধিকার সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ করতে হবে।

৩. সমতল এবং পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আদিবাসীবান্ধব কর্মসূচি প্রণয়ন ও কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে, যেমন তাদের সংস্কৃতি, চাহিদা ও বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে প্রাণিসম্পদ, আয়বর্ধনমূলক ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা।

৪. সমতলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের জন্য গৃহীত চলমান কর্মসূচির সুবিধাভোগীর সংখ্যা ও বাজেট বরাদ্দ জনগোষ্ঠীর চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে বৃদ্ধি করতে হবে।

৫. সামাজিক নিরাপত্তার সকল কর্মসূচিতে দারিদ্র্যের মাপকাঠি যথাযথ অনুসরণ করে ইউনিয়নের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য জনগোষ্ঠীর তালিকা প্রতিবছর হালনাগাদ নিশ্চিত করে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ইউনিয়নভিত্তিক নির্দিষ্ট বরাদ্দের বিষয়টি নীতিমালায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে, এবং সুবিধাভোগীদের তথ্য হালনাগাদে প্রতিবছর অন্তত একবার বাধ্যতামূলক 'লাইভ ভেরিফিকেশন' করতে হবে।

৩.১.২ বাস্তবায়ন পর্যায়

৬. আদিবাসীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আবেদন প্রক্রিয়া, জন্মনিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তি ও সংশোধন প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য নথি প্রাপ্তি সহজ ও আদিবাসীবান্ধব করতে হবে।

৭. আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় কর্মসূচি ও অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত সকল প্রয়োজনীয় তথ্য আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষায় এবং নিয়মিতভাবে মাইকিং/হ্যান্ড মাইকিং, উঠান বৈঠক, বিলবোর্ড/ডিজিটাল প্রদর্শনী এবং ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদে চার্ট আকারে প্রদর্শন করতে হবে।

৮. আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় তাদের জনগোষ্ঠীর মানুষকে সম্পৃক্ত করতে হবে, এবং স্থানীয় কমিটিতে আদিবাসীদের পক্ষ থেকে সুপারিশকৃত অন্তত দুইজন প্রতিনিধি (একজন নারীসহ) রাখতে হবে।
৯. সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে প্রান্তিক ও দুর্গম অঞ্চলের আদিবাসী প্রতিবন্ধীদের ডিআইএস-এ অন্তর্ভুক্ত করে তাদের প্রতিবন্ধী পরিচয় নিবন্ধন নিশ্চিত করতে হবে।
১০. পার্বত্য ও দুর্গম যেসব ইউনিয়নে বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট ও ইউডিসি সার্ভার কার্যকর নয় সেখানে সব ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আদিবাসীদের অফলাইন/ সরাসরি আবেদন নিশ্চিত করতে হবে।
১১. আদিবাসীদের সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা উত্তোলনে এমএফএস এজেন্টদের নিয়মবহির্ভূত অতিরিক্তি অর্থ আদায় রোধে এমএফএস প্রতিষ্ঠানের তদারকি বাড়াতে হবে, এবং জিটুপি পেমেন্ট সিস্টেমে প্রতারণা বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে আদিবাসীবান্ধব প্রচারণা চালাতে হবে।
১২. পার্বত্য অঞ্চলের দুর্গম ইউনিয়নে আদিবাসীদের চাহিদা যাচাইপূর্বক ভাতা বিতরণ পদ্ধতি নির্ধারণ এবং খাদ্যপণ্য বিতরণে খাদ্যাভাস বিবেচনা করা, চাল বিতরণে যথাযথ পরিবহন ব্যয় প্রদান, চাহিদাভিত্তিক ক্যাশ ট্রান্সফার, এবং ত্রৈমাসিক বিতরণ কার্যক্রম চালু করতে হবে। এছাড়া দুর্গম পার্বত্য এলাকায় ‘ফুড ব্যাংক’ স্থাপন করা যেতে পারে।
১৩. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বিদ্যমান অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয় আদিবাসী সুবিধাভোগীদের এ সম্পর্কে সচেতন করার জন্য প্রচারণা এবং স্থানীয় নাগরিক সমাজের তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে।
১৪. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে একক রেজিস্ট্রি ও কার্যকর অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। স্থানীয় কার্যালয়ে অভিযোগ রেজিস্টার বই রাখা বাধ্যতামূলক করা এবং মৌখিক অভিযোগ দ্রুত লিপিবদ্ধ ও প্রতিকার নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক করার জন্য সংশ্লিষ্ট নীতিমালায় সুস্পষ্ট নির্দেশনা রাখতে হবে, এবং এ খাতে আদিবাসীবান্ধব অভিযোগ প্রদান ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

****